দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 JUL 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

০৫

শিক্ষাঙ্গনে

রাজার ছেলে রাজা

১৯৯১-৯২ শিক্ষা বৎসরে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভর্তি পরীক্ষায় একটি শর্ত যুক্ত হয়েছে যে, চিকিৎসকদের ছেলে-মেয়েকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভর্তিতে প্রাধান্য/সুবিধা দিতে হবে। এই শর্তটি যদি সত্যিই হয় তাহলে ভেবে দেখবার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, কিছুদিন পর দাবী উঠতে পারে—প্রকৌশলীদের ছেলে-মেয়েকে প্রকৌশলি বিজ্ঞানে, কৃষিবিদদের ছেলে-মেয়েকে কৃষি বিজ্ঞানে, শিক্ষকদের ছেলে-মেয়েকে ইচ্ছামাফিক ফ্যাকালটিতে প্রাধান্য/ সুবিধা দিতে হবে। একইভাবে দাবী আসতে পারে—সামরিক ব্যক্তিবর্গের ছেলে-মেয়েকে সামরিক বিভাগে, আমলাদের ছেলে-মেয়েকে উচ্চতর চাকুরীতে, রাজনীতিবিদদের ছেলে-মেয়েকে রাজনীতিতে ইত্যাদি স্ব-স্ব অবস্থানের অভিভাবকের ছেলে-মেয়েক ঐ অবস্থানে প্রাধান্য দিতে হবে। ইত্যাকার দাবিগুলি কি যৌক্তিক হবে? মেধার কি মূল্যায়ন হবে? এই দাবিগুলি দেশের জন্য কি সুফল বয়ে আনবে? বিগত চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভর্তি পরীক্ষার স্ক্যাণ্ডাল কি ভিন্নগতিতে সর্বগ্রাসী রূপপরিগ্রহ করবে না?

বিগত বৎসরগুলিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক "কোটা" প্রবর্তনের কোন সুফল কি আমরা পেয়েছি?

এই প্রশ্নগুলি দেশের বিবেকবান ও সচেতন ব্যক্তিবর্গ এবং সরকারের নিকট রইলো। এমনিতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এতই ব্যয়বহুল যে, তা নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর অভিভাবকের নাগালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার উপর কুরাজনীতির কুপ্রভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা গতিহীন পঙ্গুত্বে নিপতিত হয়ে-পড়েছে। মেধার স্ফুরণ বিঘ্নিত।

যা ঘটে বিদেশের মাটিতেই ঘটছে। সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা কেবলমাত্র মিথ্যা শ্লোগান। সর্বজনীন মেধা বিকাশের পথ রুদ্ধ। অথচ আজ আমরা যারা শিক্ষিত ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত দুই তিন জেনারেশন পূর্বে সম্পন্ন চাষী পরিবার থেকেই উঠে এসেছি। আজ কি কোন চাষী পরিবারের ছেলে-মেয়ে বিদ্যা শিক্ষা করতে সক্ষম? যদিও বা কোন প্রকারে বিদ্যা শিক্ষা লাভ করে আসে তবে "মামা-চাচাবিহীন" বেকারত্বের শিকার হতে বাধ্য। তাই দেশের সার্বিক পরিস্থিতি কোথায় দাঁড়িয়েছে সকলেই অবগত। ভবিষ্যৎ পরিণতি বড় রকমের একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে আছে।

তাই আলোচ্য বিষয়টি সকলকে ভেবে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি। বিদ্বেষ নয় বরং সামগ্রিক প্রচেষ্টা ছাড়া উত্তরণ সম্ভব নয়। যার যার অবস্থান থেকে নিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটুক, সকলের শুভ বুদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত হবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

—মোঃ ফজলুল হক

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোরআন শিক্ষা

গত ২৯ জুন '৯২ তারিখে ইনকিলাবে প্রকাশিত "প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোরআন শিক্ষা" চিঠিটার পরতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। আমি লেখকের প্রস্তাবটি সমর্থন করছি। যেহেতু কোরআন জীবন দর্শন, সেহেতু কোরআন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ এই পবিত্র গ্রন্থ নাজিল করেছেন মানুষের মঙ্গলের জন্য। যে কোরআন জানে না, ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান সীমিত।

ইসলাম ৫টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত। মৃত্যুর পর নামাজ সম্বন্ধে পরথম প্রশ্ন করা হবে। নামাজ প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ অর্থাৎ অপরিহার্য। যে ইচ্ছাকৃত নামাজ আদায় করে না, সে নিজকে মুসলমান বলে দাবী করতে পারে না। মুসলমানের পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেই মুসলমান হওয়া যায় না। কোরআনে যে সমস্ত আদেশ-নিষেধ আছে, তা মেনে চললে মুসলমান বলে দাবী করা যায়। তাছাড়া যারা নামাজ পড়েন, তাদের নামাজ, সূরা কেরাত শুদ্ধ না হলে নামাজ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, অর্থাৎ এই নামাজ আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয় না। নামাজকে বেহেস্তের চাবী বলা হয়েছে। সুতরাং ইহা উত্তমরূপে আদায় করা জরুরী। তাই কোরআন পড়তে জানা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক কোরআন না, পড়তে পারে, না এর মর্ম বুঝে। কারণ সরকারও এই শিক্ষার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেন না, যেমন সাধারণ শিক্ষার প্রতি দেওয়া হয়। এমন কি জাতীয় কারিকুলামে এই শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। অথচ এই শিক্ষা জাতি গঠনে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে।

আরবরা এই শিক্ষার মাধ্যমেই বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে, আরবরাই বিজ্ঞান আবিষ্কারের অগ্রদূত। সুতরাং এই শিক্ষাকে অবহেলা করা কখনই উচিত নয়। এই শিক্ষার দ্বারাই সমাজে তথা সমগ্র দেশে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব। অতএব এই শিক্ষা জাতীয় কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং সর্বক্ষেত্রে এই শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করা হোক। শুধু ইসলামিয়াত শিক্ষা দিয়ে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। কারণ, ছাত্ররা পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্যই ইসলামিয়াত অধ্যয়ন করে থাকে। জানার উদ্দেশ্যে নয়।

—মোঃ নূরুল ইসলাম